USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

COUNTERPART INTERNATIONAL

UKaid

তারিখ : ৩১ আগষ্ট ২০২১

বরাবর,
মাননীয় মেয়র
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, নগর ভবন,
ফুলবাড়িয়া, ঢাকা-১০০০

বিষয়: 'দূষণমুক্ত ঢাকা সিটি' এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঢাকা দক্ষিন সিটি কর্পোরেশনের অধিনে বৃহত্তর হাজারীবাগ অঞ্চলের বর্জ্যজনিত দূষণ প্রতিরোধে সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান।

মহোদয়,
বৃহত্তর হাজারীবাগ অঞ্চলের নগর দরিদ্র বস্তিবাসিদের সংগঠনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও সালাম নিবেন। আমরা হতদরিদ্র বস্তিবাসিরা স্বাধীনতার পর থেকে হাজারীবাগ এলাকায় বসবাস করে আসছি। অত্র এলাকা সহ নগর উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় আমাদের অবদান কম নয়; যেমন: অত্র এলাকার কলকারখানার শ্রমিক হিসেবে কাজ, মালামাল ওঠানামা ও স্থানান্তরে সহযোগিতা, অফিস-আদালত ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিচ্ছন্নতা কর্মী হিসেবে কাজ, যানবাহন পরিচালনা, ছোট-খাট চাকুরী, বাসাবাড়িতে কাজ, নির্মান শ্রমিক, রাস্তাঘাট উন্নয়ন শ্রমিক, পোশাক শ্রমিক ইত্যাদি হিসেবে কাজ করি। নিম্ন আয়ের কারনে আমরা কর্মস্থলের কাছাকাছি অত্র এলাকায় বসবাস করে আসছি। আমাদের বেশিরভাগ জনগোষ্ঠি অত্র এলাকার নাগরিক ও ভোটার । আপনি অবহিত আছেন যে, অত্র এলাকায় প্রচুর পরিমাণ কাঁচমালের আড়ৎ, হাঁটবাজার, ট্যানারী, কলকারখানাসহ বিভিন্ন উৎপাদন ও মেরামত প্রতিষ্ঠান থাকায় উক্ত এলাকায় কর্মসংস্থানের জন্য দরিদ্র জনগোষ্ঠির অবস্থান বেশি যার অধিকাংশ বস্তিতে বসবাস করে। একই কারনে উক্ত এলাকায় বিভিন্ন ধরণের বর্জ্য উৎপাদনের হারও বেশি এবং বর্জ্যগুলো সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা না করার কারনে অত্র এলাকার খাল, নদীর পানিসহ সামগ্রীক এলাকার পরিবেশ অস্বাভাবিক দূষণে পরিনত হয়েছে। যার কারনে অত্র এলাকার জনগণ বায়ু ও পানিবাহিত বিভিন্ন রোগ যেমন শ্বাসকষ্ঠ, এ্যাজমা, হাঁপানি, ডায়রিয়া, আমাশয়, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, যক্ষা ও ডেঙ্গুসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে, তার মধ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠি বেশি বিশেষ করে শিশু ও নারীরা।

আমরা জানি সিটি কর্পোরেশনের নিয়ম/ নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিদিন বাড়ি থেকে সংগৃহীত ময়লা সংগ্রহ করে প্রাথমিক সংরক্ষনাগারে রাখা, সেখান থেকে প্রতিরাতে এসটিএস (সেকেন্ডারী ট্রান্সফরমার স্টেশন) এ অপসারণ করা হয়। এর জন্য প্রতি বাড়ি/ঘর থেকে ১০০ টাকা ময়লা বিল সংগ্রহ করার নিয়ম। এলাকার বস্তিবাসিরাও প্রতিমাসে ঘরপ্রতি ১০০ টাকা বিল দিয়ে থাকে কিন্তু তাদের ঘর থেকে প্রতিদিন ময়লা-আবর্জনা অপসারণ করা হচ্ছে না যা মাঝে মাঝে ৭ দিন পরও নিয়ে থাকে ফলে চরম দূর্গন্ধের সৃষ্টি হয় এবং বর্জ্য সংগ্রহকারী কর্মীরা বস্তি এলাকা থেকে বর্জ্য সংগ্রহে অনীহা প্রকাশ করে। এছাড়া হাট-বাজার, কলকারখানা ও নির্মান প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা না করে বস্তি এলাকায় স্তুপ করা হয়, অথবা নদীতে ও শাখা নদীতে ফেলে দেয়া হয় যার কারনে পানি দূষণ সহ অত্র এলাকার পরিবেশ চরমভাবে দূষিত হচ্ছে। এ বিষয়ে সিটি কর্পোরেশনের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ এবং বিভিন্ন সময় সভাকালে তাদের পক্ষ থেকে জানা যায়, জনগণের অসচেতনতা, কর্মী সংকট, সেকেন্ডারী ট্রান্সফরমার সেন্টারের অপ্রতুলতা, অধিক বর্জ্য, প্রভাবশালী ব্যবসায়ীদের নিয়মনীতি না মানা বা শ্রদ্ধা না থাকার কারনে সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়া ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রকৃত পেশাজীবী বর্জ্য অপসারণ কর্মী নিয়োগ না দেওয়ার ফলে বর্জ্য অপসারণে অনীহা এবং অনিয়মিত দেখা যায়। এদের কোন পক্ষ থেকে তত্ত্বাবধান ও নিবিড় পর্যবেক্ষণ করা হয় না কারন প্রাইমারী কালেকশন সার্বিস প্রোভাইডার (পিসিএসপি) বা ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের চুক্তির শর্তাবলী সঠিকভাবে না থাকায় এদের

DSK দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র DUSHTHA SHASTHYA KENDRA   বারসিক BARCIK   CUP   insights

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE

COUNTERPART INTERNATIONAL

UKaid

তারিখ : ৩১ আগষ্ট ২০২১

বরাবর,
মাননীয় মেয়র
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, নগর ভবন,
ফুলবাড়িয়া, ঢাকা-১০০০

বিষয়: 'দূষণমুক্ত ঢাকা সিটি' এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঢাকা দক্ষিন সিটি কর্পোরেশনের অধিনে বৃহত্তর হাজারীবাগ অঞ্চলের বর্জ্যজনিত দূষণ প্রতিরোধে সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান।

মহোদয়,
বৃহত্তর হাজারীবাগ অঞ্চলের নগর দরিদ্র বস্তিবাসিদের সংগঠনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও সালাম নিবেন। আমরা হতদরিদ্র বস্তিবাসিরা স্বাধীনতার পর থেকে হাজারীবাগ এলাকায় বসবাস করে আসছি। অত্র এলাকা সহ নগর উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় আমাদের অবদান কম নয়; যেমনঃ অত্র এলাকার কলকারখানার শ্রমিক হিসেবে কাজ, মালামাল ওঠানামা ও স্থানান্তরে সহযোগিতা, অফিস-আদালত ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিচ্ছন্নতা কর্মী হিসেবে কাজ, যানবাহন পরিচালনা, ছোট-খাট চাকুরী, বাসাবাড়িতে কাজ, নির্মান শ্রমিক, রাস্তাঘাট উন্নয়ন শ্রমিক, পোশাক শ্রমিক ইত্যাদি হিসেবে কাজ করি। নিম্ন আয়ের কারনে আমরা কর্মস্থলের কাছাকাছি অত্র এলাকায় বসবাস করে আসছি। আমাদের বেশিরভাগ জনগোষ্ঠি অত্র এলাকার নাগরিক ও ভোটার । আপনি অবহিত আছেন যে, অত্র এলাকায় প্রচুর পরিমাণ কাঁচমালের আড়ৎ, হাঁটবাজার, ট্যানারী, কলকারখানাসহ বিভিন্ন উৎপাদন ও মেরামত প্রতিষ্ঠান থাকায় উক্ত এলাকায় কর্মসংস্থানের জন্য দরিদ্র জনগোষ্ঠির অবস্থান বেশি যার অধিকাংশ বস্তিতে বসবাস করে। একই কারনে উক্ত এলাকায় বিভিন্ন ধরণের বর্জ্য উৎপাদনের হারও বেশি এবং বর্জ্যগুলো সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা না করার কারনে অত্র এলাকার খাল, নদীর পানিসহ সামগ্রীক এলাকার পরিবেশ অস্বাভাবিক দূষণে পরিনত হয়েছে। যার কারনে অত্র এলাকার জনগণ বায়ু ও পানিবাহিত বিভিন্ন রোগ যেমন শ্বাসকষ্ঠ, এ্যাজমা, হাঁপানি, ডায়রিয়া, আমাশয়, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, যক্ষা ও ডেঙ্গুসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে, তার মধ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠি বেশি বিশেষ করে শিশু ও নারীরা।
আমরা জানি সিটি কর্পোরেশনের নিয়ম/ নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিদিন বাড়ি থেকে সংগৃহীত ময়লা সংগ্রহ করে প্রাথমিক সংরক্ষনাগারে রাখা, সেখান থেকে প্রতিরাতে এসটিএস (সেকেন্ডারী ট্রান্সফরমার স্টেশন) এ অপসারণ করা হয়। এর জন্য প্রতি বাড়ি/ঘর থেকে ১০০ টাকা ময়লা বিল সংগ্রহ করার নিয়ম। এলাকার বস্তিবাসিরাও প্রতিমাসে ঘরপ্রতি ১০০ টাকা বিল দিয়ে থাকে কিন্তু তাদের ঘর থেকে প্রতিদিন ময়লা-আবর্জনা অপসারণ করা হচ্ছে না যা মাঝে মাঝে ৭ দিন পরও নিয়ে থাকে ফলে চরম দূর্গন্ধের সৃষ্টি হয় এবং বর্জ্য সংগ্রহকারী কর্মীরা বস্তি এলাকা থেকে বর্জ্য সংগ্রহে অনীহা প্রকাশ করে। এছাড়া হাট-বাজার, কলকারখানা ও নির্মান প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা না করে বস্তি এলাকায় স্তুপ করা হয়, অথবা নদীতে ও শাখা নদীতে ফেলে দেয়া হয় যার কারনে পানি দূষণ সহ অত্র এলাকার পরিবেশ চরমভাবে দূষিত হচ্ছে। এ বিষয়ে সিটি কর্পোরেশনের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ এবং বিভিন্ন সময় সভাকালে তাদের পক্ষ থেকে জানা যায়, জনগণের অসচেতনতা, কর্মী সংকট, সেকেন্ডারী ট্রান্সফরমার সেন্টারের অপ্রতুলতা, অধিক বর্জ্য, প্রভাবশালী ব্যবসায়ীদের নিয়মনীতি না মানা বা শ্রদ্ধা না থাকার কারনে সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়া ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রকৃত পেশাজীবী বর্জ্য অপসারণ কর্মী নিয়োগ না দেওয়ার ফলে বর্জ্য অপসারণে অনীহা এবং অনিয়মিত দেখা যায়। এদের কোন পক্ষ থেকে তত্বাবধান ও নিবিড় পর্যবেক্ষণ করা হয় না কারন প্রাইমারী কালেকশন সার্বিস প্রোভাইডার (পিসিএসপি) বা ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের চুক্তির শর্তাবলী সঠিকভাবে না থাকায় এদের

DSK দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র DUSHTHA SHASTHYA KENDRA   বারসিক BARCIK   CUP   insights

দায়বদ্ধতা কম। এমতাবস্থায় কর্তৃপক্ষের নিকট অত্র হাজারীবাগ অঞ্চলের সকল ধরণের বর্জ্য বিশেষ করে কঠিন বর্জ্য অপসারণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত দাবি ও সুপারিশসমূহ প্রদান করা হলোঃ

দাবি ও সুপারিশসমূহ-

১. স্থানীয় জনপ্রতিনিধির নেতৃত্বে, স্থানীয় এনজিও ও সিবিওদের সমন্বয়ে বস্তিভিত্তিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন এবং বস্তি এলাকার ও দরিদ্র জনগোষ্ঠিসহ সবার সচেতনতা বৃদ্ধি সহ নির্ধারিত সময় ও নির্ধারিত স্থানে ময়লা ফেলা নিশ্চিত করা।
২. বস্তি এলাকা ও নিম্ন আয়ের মানুষ থেকে প্রতিদিন ময়লা সংগ্রহ করা এবং ফি কম নেওয়া।
৩. অধিক বর্জ্য উৎপাদিত কেন্দ্র যেমন হাঁট-বাজার, কলকারখানা, খাবার হোটেল, নির্মান ও মেরামত প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির কঠিন বর্জ্য সরাসরি নিজ ব্যবস্থাপনায় অপসারণ করতে হবে এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।
৪. ট্যানারী অপসারণের পাশাপাশি, রবার প্লাস্টিক বা অতি-দূষণ কলকারখানা স্থাপনে অনুমতি না দেয়া, কলকারখানার বর্জ্য সহ অন্যান্য বর্জ্য নদীর ধারে না ফেলার নির্দেশ প্রদান করা এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
৫. বর্জ্য অপসারণের জন্য পর্যাপ্ত এবং আধুনিক মেশিনারী সরবরাহ করা এবং সংশ্লিষ্ট জোনের সাথে সমন্বয় করে তা ব্যবহার নিশ্চিত করা।
৬. সেকেন্ডারী ট্রান্সফার স্টেশন (*STS*) এর ভিতরে ময়লা না ফেলে রাস্তার উপর ফেলে এবং ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত ময়লা ফেলার কারনে আশে পাশের রাস্তা চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে, সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৭. সিটি কর্পোরেশন এলাকার খাল, পুকুর, পার্ক, ফুটপাত ও ড্রেনের উপর ময়লা ফেলা বা স্তুপ করা সম্পূর্ন নিষিদ্ধ করা, আদেশ অমান্যকারীর বিরুদ্ধে জরিমানা ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৮. পরিচ্ছন্ন পরিদর্শকদের মোবাইল কনফারেন্স করা, কাজের সাথে জড়িত শতভাগ কর্মচারীদের মনিটর করার জন্য তহবিল বরাদ্দ এবং আঞ্চলিক অফিসের জন্য ইনোভেশন ফান্ডের ব্যবস্থা করা। নির্দিষ্ট স্থান পরপর স্থানান্তরযোগ্য ডাস্টবিন স্থাপন করা, কাউন্সিলরদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা এবং ওয়ার্ডভিত্তিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় তহবিল বরাদ্দ করা।
৯. পলিথিন ব্যাগ যেখানে সেখানে ফেলা যাবে না, অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে জরিমানার ব্যবস্থা করা।
১০. পিসিএসপি ও সিটি কর্পোরেশনরে সাথে কমপক্ষে ৩০০ টাকার স্ট্যাম্পে শর্ত উল্লেখ পূর্বক চুক্তি সম্পাদন করতে হবে যেমন- পর্যাপ্ত জনবল, ময়লা সংগ্রহের ভ্যানগাড়ি, সঠিক সময়ে ময়লা সংগ্রহ, তত্বাবধান ও নিবিড় পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা, জরিমানার বিধান, প্রয়োজনে অতি অভিযোগকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রয়োজনে বাতিলকরণ ইত্যাদি।
১১. সিটি কর্পোরেশন পরিচ্ছন্নকর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী শ্রেনী থেকে কর্মী নিয়োগ নিশ্চিত করা।
১২. নগর সেবা প্রদানকারী সরকারী প্রতিষ্ঠান যেমন- ওয়াসা, ডেসা, তিতাস গ্যাস ও সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে উন্নয়ন ও পূনঃউন্নয়ন কাজ করা এবং রাস্তা সংস্কারের জন্য বাধ্যতামূলক নীতিমালা থাকা উচিত এবং সিটি কর্পোরেশনের তত্বাবধান ও পর্যবেক্ষন উত্তর প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/ ঠিকাদার কে জরিমানার বিধান রাখা।
১৩. বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে স্বাস্থ্যের সাথে সম্পৃক্ত করে জনস্বাস্থ্য রক্ষায় কার্যকর ভুমিকা গ্রহন করা।

১৪. কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রনয়ণে কার্যকর ভূমিকা গ্রহন করা।

ধন্যবাদন্তে
বৃহত্তর হাজারীবাগ অঞ্চলের নগর দরিদ্র বস্তিবাসী ও বিভিন্ন বস্তিবাসী সংগঠনের পক্ষে,

১.হোসনে আরা বেগম রাফেজা, বস্তিবাসী নেতী বালুরমাঠ হাজারীবাগ ও সভাপতি, কেন্দ্রীয় কমিটি, বস্তিবাসীর অধিকার সুরক্ষা কমিটি
২. ফাতেমা বেগম, সাধারন সম্পাদক, নগর দরিদ্র বস্তিবাসীর উন্নয়ন সংস্থা
৩. মোঃ হান্নান আকন্দ, যুগ্ম সম্পাদক, নগর বস্তিবাসীর উন্নয়ন সংস্থা
৪. মোঃ আবুল কাশেম, বস্তিবাসী প্রতিনিধি, হাজারীবাগ ও যুগ্ম সম্পাদক, নগর দরিদ্র বস্তিবাসীর উন্নয়ন সংস্থা
৫. মোঃ শাহিন, সিবিও লিডার, বালুরমাঠ, হাজারীবাগ
৬. মালা বেগম, সিবিও লিডার, বালুরমাঠ, হাজারীবাগ
৭. মিতু আক্তার, সিবিও লিডার, বালুরমাঠ, হাজারীবাগ
৮. রেনুজা বেগম, সিবিও লিডার, বালুরমাঠ, হাজারীবাগ
৯. রিয়া বেগম, সিবিও লিডার, বালুরমাঠ, হাজারীবাগ
১০. রফিকুল ইসলাম, সিবিও লিডার, বালুরমাঠ, হাজারীবাগ
১১. ইয়ারুন বেগম, সিবিও লিডার, বালুরমাঠ, হাজারীবাগ
১২. মহিবুল ইসলাম, সিবিও লিডার, বালুরমাঠ, হাজারীবাগ
১৩. পিয়ারা বেগম, সিবিও লিডার, বৌবাজার, হাজারীবাগ
১৪. ইউসুফ আলী, সিবিও লিডার, বৌবাজার, হাজারীবাগ
১৫. সুমি আক্তার, সিবিও লিডার, বৌবাজার, হাজারীবাগ
১৬. আম্বিয়া, সিবিও লিডার, বৌবাজার, হাজারীবাগ
১৭. হেনা আক্তার রুপা, ইউথ সিবিও লিডার, হাজারীবাগ
১৮. রোকেয়া বেগম, মেম্বার, বস্তিবাসীর অধিকার সুরক্ষা কমিটি
১৯. সোহেল রানা, ইউথ সিবিও লিডার, হাজারীবাগ
২০. হারুন অর রশিদ, ফোকাল পারসন, হাজারীবাগ ও মেম্বার, কেন্দ্রীয় কমিটি, বস্তিবাসীর অধিকার সুরক্ষা কমিটি (বিওসি)
২১. আবদুর রহিম, ইউথ সিবিও লিডার, বালুরমাঠ, হাজারীবাগ Rahim
২২. মুক্তা আক্তার, ইউথ সিবিও লিডার, বৌবাজার, হাজারীবাগ মুক্তা

অনুলিপি : (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, নগর ভবন,ফুলবাড়িয়া, ঢাকা-১০০০
২. প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, নগর ভবন,ফুলবাড়িয়া, ঢাকা-১০০০